Bangladesh Counter Trafficking-In-Persons (BC/TIP) Program

USAID
আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে

WINROCK INTERNATIONAL

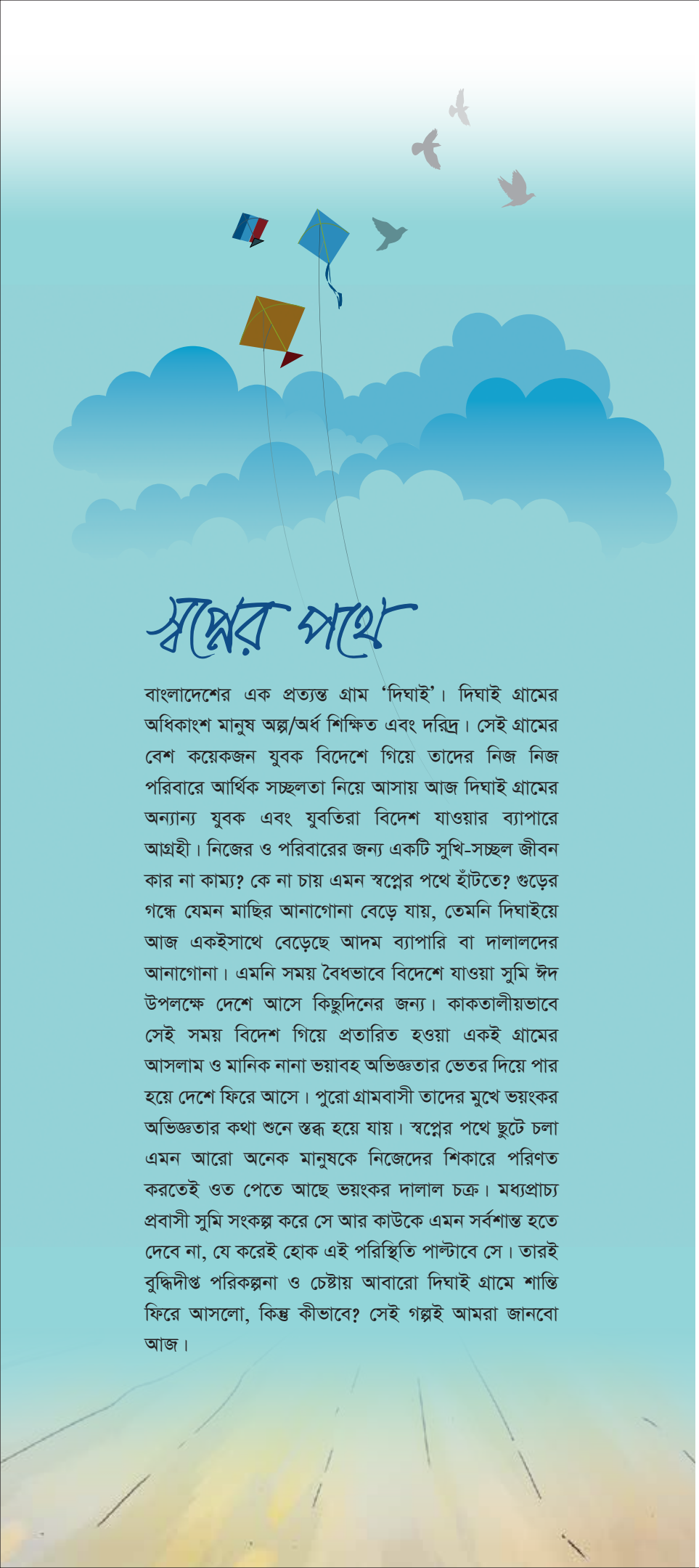

স্বপ্নের পথে

বাংলাদেশের এক প্রত্যন্ত গ্রাম 'দিঘাই'। দিঘাই গ্রামের অধিকাংশ মানুষ অল্প/অর্ধ শিক্ষিত এবং দরিদ্র। সেই গ্রামের বেশ কয়েকজন যুবক বিদেশে গিয়ে তাদের নিজ নিজ পরিবারে আর্থিক সচ্ছলতা নিয়ে আসায় আজ দিঘাই গ্রামের অন্যান্য যুবক এবং যুবতিরা বিদেশ যাওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী। নিজের ও পরিবারের জন্য একটি সুখি-সচ্ছল জীবন কার না কাম্য? কে না চায় এমন স্বপ্নের পথে হাঁটতে? গুড়ের গন্ধে যেমন মাছির আনাগোনা বেড়ে যায়, তেমনি দিঘাইয়ে আজ একইসাথে বেড়েছে আদম ব্যাপারি বা দালালদের আনাগোনা। এমনি সময় বৈধভাবে বিদেশে যাওয়া সুমি ঈদ উপলক্ষে দেশে আসে কিছুদিনের জন্য। কাকতালীয়ভাবে সেই সময় বিদেশ গিয়ে প্রতারিত হওয়া একই গ্রামের আসলাম ও মানিক নানা ভয়াবহ অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে পার হয়ে দেশে ফিরে আসে। পুরো গ্রামবাসী তাদের মুখে ভয়ংকর অভিজ্ঞতার কথা শুনে স্তব্ধ হয়ে যায়। স্বপ্নের পথে ছুটে চলা এমন আরো অনেক মানুষকে নিজেদের শিকারে পরিণত করতেই ওত পেতে আছে ভয়ংকর দালাল চক্র। মধ্যপ্রাচ্য প্রবাসী সুমি সংকল্প করে সে আর কাউকে এমন সর্বশান্ত হতে দেবে না, যে করেই হোক এই পরিস্থিতি পাল্টাবে সে। তারই বুদ্ধিদীপ্ত পরিকল্পনা ও চেষ্টায় আবারো দিঘাই গ্রামে শান্তি ফিরে আসলো, কিন্তু কীভাবে? সেই গল্পই আমরা জানবো আজ।

থাইল্যান্ডের গহীন বনে মানব পাচারের শিকার আসলাম আর মানিক, সাথে আরো বেশ কয়েকজন যুবক ও মধ্য বয়সি লোক। ওরা সবাই অসুস্থ ও ক্লান্ত।
মানিক, আরেকটু জোরে দৌড়া। ধইরা ফালাইবো তো।
আর পারতেছি না আসলাম ভাই।
ডোন্ট মুভ।
আসলাম ভাই!
দৌড়াতে গিয়ে মানিক হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়।

পুলিশ মানিককে গ্রেপ্তার করে জঙ্গলের পাশে রাখা একটি পিক-আপে ওঠায়।

পুলিশ আসলাম এবং আরো কয়েকজনকে হাতকড়া পরা অবস্থায় পিক-আপে নিয়ে আসে।

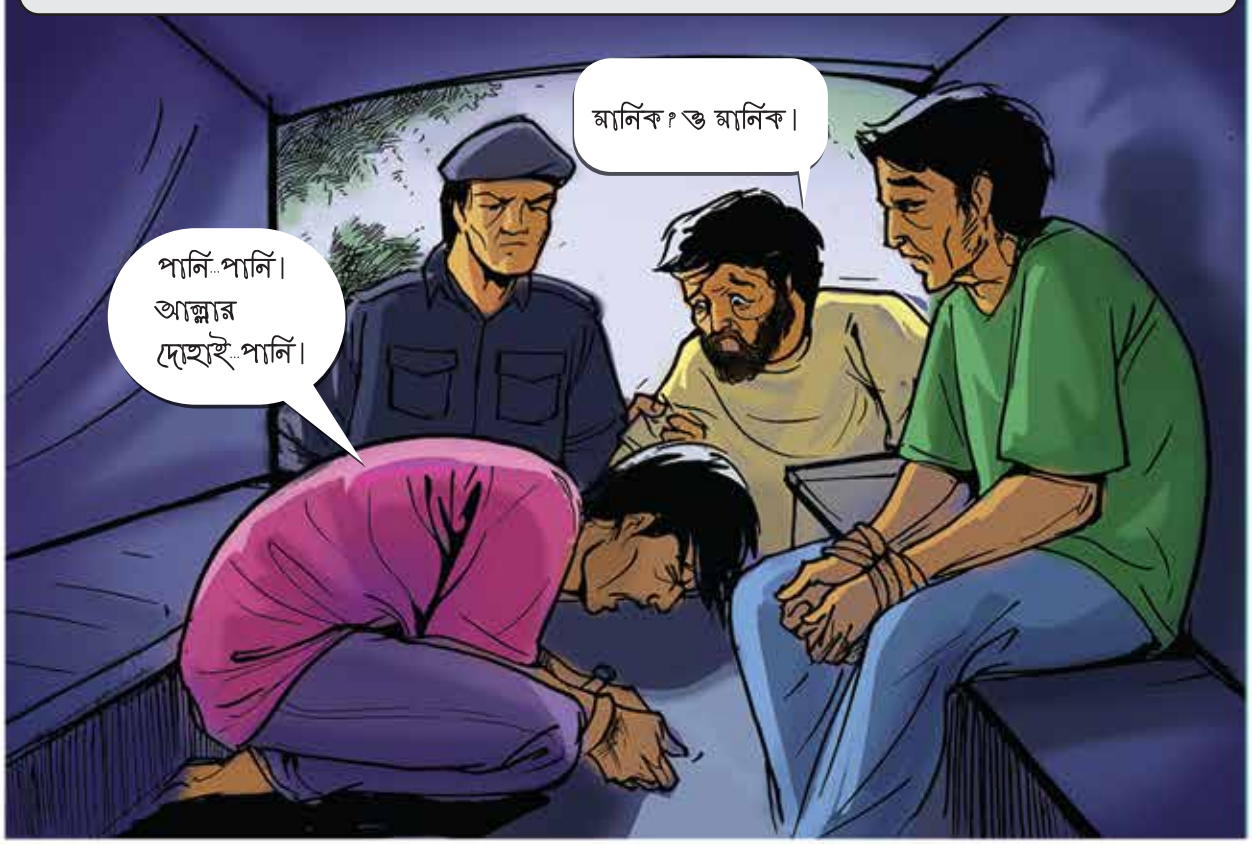

এরপর পুলিশ আসলাম আর মানিককে হাজতে নিয়ে আসে।

আসলাম ও মানিককে অবৈধ অভিবাসনের অভিযোগে আদালতে বিচারের সম্মুখীন করা হয়। আদালত তাদের ১ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের শাস্তি ঘোষণা করে।

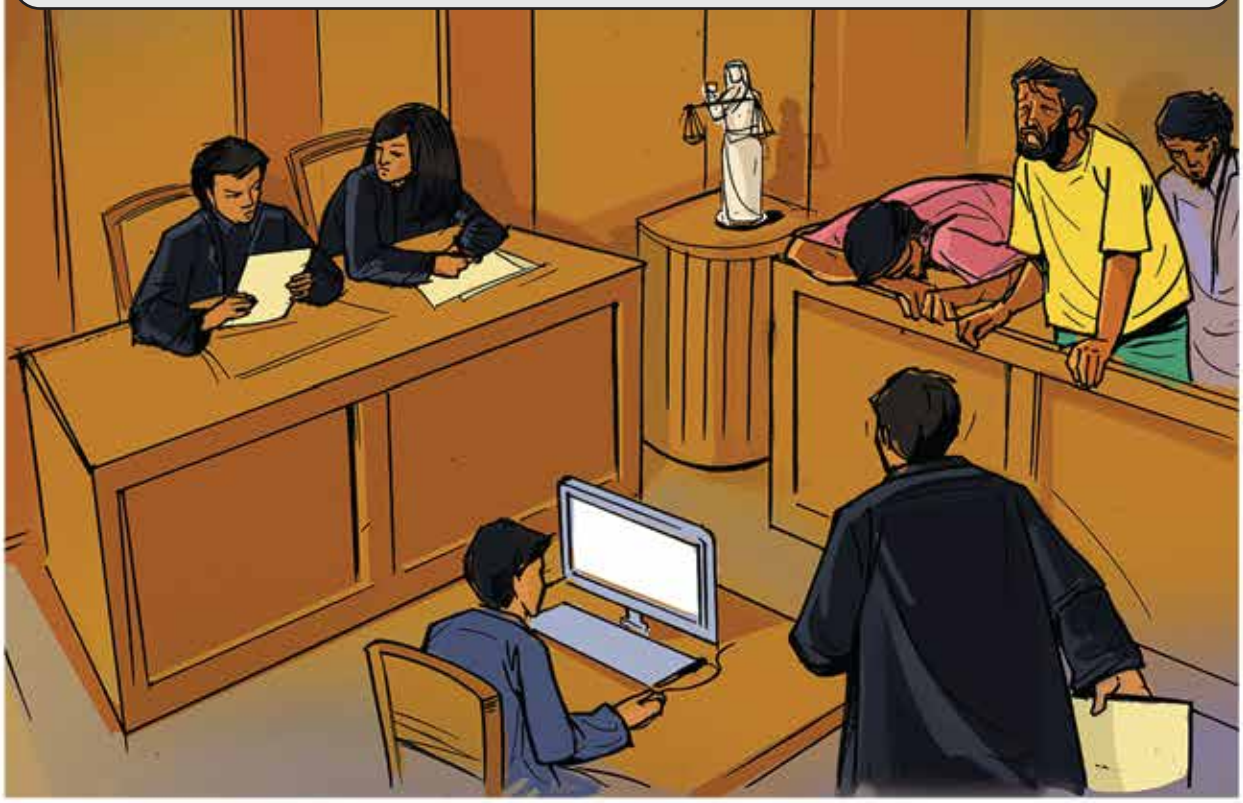

১০ মাস পর

আসলাম ও মানিকের মুক্তির দিন বাংলাদেশ দূতাবাসের দু'জন কর্মকর্তা তাদের সাথে দেখা করতে আসে।

বাংলাদেশ দূতাবাসের সহায়তায় আসলাম ও মানিক দেশে নিজেদের গ্রামে ফিরে আসে। প্রতিবেশী সবাই সেখানে জড়ো হয়েছে। সেই উঠানে হাজির হয় একই গ্রামের মেয়ে সুমি। সে মধ্যপ্রাচ্য প্রবাসী, ঈদের ছুটিতে গ্রামে এসেছে ৪ দিন আগে।

আহা, তোমার কান্দন থামাও। ঐ কামাল আর জিয়ার ব্যবস্থা করতাছি, তার আগে শুনি তারপর কী হইল।
হের পর আমাগো নামাইলো থাইল্যান্ডের গহীন জঙ্গলে। আবার শুরু হইলো অত্যাচার, তিনবেলা মাইর ঠিকই দিতে কিন্তু একবেলার খাবারও দিতে না।
আহারে জোয়ান পোলা। নামডা ভুইলা গেলাম, খিদা প্যাটে মাইর সহ্য করতে না পাইরা মইরাই গেল। মুসলমানের লাশ কোনো জানাযা নাই, কাফন নাই, দাফন নাই আমাগো সামনেই গর্ত কইরা পুঁইতা ফালাইলো।
অত্যাচার করতো আর কইতো টাকা দিতে হইবো। মুক্তিপণ ছাড়া আমাগো ছাড়বো না।

হেরপর মা ভিটা বেইচা দ্যাশ থাইকা ট্যাকা পাঠাইলো, সেই ট্যাকা পাওনের পর আমাগো ছাইড়া দিলো।
কিন্তু কী লাভ? এবার ধরা পড়লাম পুলিশের হাতে। এরপর ১০ মাস জেল খাইটা বাংলাদেশ দূতাবাসের সাহায্যে দ্যাশে ফিরলাম।

ঢল, থানায় ঢল। সবার আগে ঐ হারামজাদা কামাল আর জিয়ার নামে মামলা কইরা আসি।
আগে মাইর হইবো তারপর অন্য কতা।
নাহ! আইনের মাধ্যমেই এর সমাধান করতে হইবো। আমরা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার আছি কোন কামে?

বাড়ি ফেরার পথে সুমি চিন্তা করতে থাকে আরো অনেকেই এভাবে ওত পেতে থাকা দালাল চক্রের হাতে শিকার হতে পারে, কীভাবে এই পরিস্থিতি পাল্টানো যায়।

এমন সময় একটি ভ্যানে করে দু'জন সঙ যাত্রাপালার মাইকিং করতে থাকে।

সুমি 'লাকি অপেরা'র মালিকের সাথে দেখা করে।

ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বারকে সাথে নিয়ে সুমি যাত্রাপালার রিহার্সেলে যায়।

পরের দিন সময়মতো নানা বয়সি গ্রামবাসী যাত্রা প্যান্ডেলে জড়ো হতে থাকে।

মঞ্চে প্রবেশ করে একজন সঙ।

মনরে ও মনরে
মানুষ হইয়া জন্ম নিয়া পাখির মতো উড়ি
আমরা সবাই একেকজন নানান রঙের ঘুড়ি
উড়তে চাই ঐ আকাশে বাঁধি মেঘে ঘর
মনরে ও মনরে
স্বপ্ন বুনি বসে বসে ভুলে জগৎ সংসার
কষ্টে বুকটা যায় ভেঙে, স্বপ্ন ভাঙলে পর
তাই স্বপ্ন যেন না যায় ভেঙে, থাকি সবাই খুশি
কে চায় বলো এ জগতে হইতে অসুখী
বলো কে হইতে চায় অসুখী
অতঃপর যাত্রাপালা শুরু হয়, মঞ্চে প্রবেশ করে 'বিবেক'।

মাতা-পিতা, আমি বিদেশে যাইবো। সেইখান হইতে আমি অর্থ উপার্জন করিয়া আনিয়া তোমাদের সকল দুঃখ-কষ্ট দুর করিব।
কিন্তু প্রাণপ্রিয় পুত্র আমার, ঐ বিদেশে পথে যে আছে নানান বিপদ। আছে দস্যু-ডাকাত আর রাক্ষসের ভয়।
তুমি যে আমাদের একমাত্র সন্তান, আমাদের প্রাণপ্রিয় ধন। তোমার কিছু হইলে আমরা কী নিয়া বাঁচিবো?
মাতা, এমন ভয় পাইলে কি হয়?
মঞ্চে আসে রাজা-রানী ও রাজপুত্র।

বৈধভাবে নিরাপদে বৈদেশে
গেলে কিছু হবে কেন?
বৈদেশে যেতে হলে শুধু
১০টি বিষয় মেনো
মনরে ও মনরে
যাইবো বৈদেশে করিব উপার্জন
পরিবার নিয়া সুখে থাকতে অর্থের প্রয়োজন
সেই স্বপ্নের পথে থাকেনা যেন কোনো ফাঁকি
১০টি বিষয় মানিয়া বৈদেশে গেলে থাকে না
জীবনের ঝুঁকি
কী সেই ১০টি বিষয়?

১ পাসপোর্ট
বৈদেশে যাবার প্রথম শর্ত
পাসপোর্ট করতে হবে
নিজের হাতে পূরণ করলে তা
নির্ভুল হবে তবে

২ জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
'জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)'তে নিবন্ধন করতে হবে
বিদেশ যাবার বিষয়ে অনেক তথ্য জানা যাবে, সাথে নামও বৈধ হবে

রিক্রুটিং এজেন্সী সত্য কিনা তা যাচাই করে রশিদ নিয়ে টাকা দিতে হবে
টাকার রশিদ, তাদের লাইসেন্স নাম্বার, ঠিকানাও বুঝে নিতে হবে
৩ রিক্রুটিং এজেন্সী যাচাই

বৈদেশের চাকরির চুক্তিপত্র যাচাই অবশ্যই করতে হবে
বিদেশে গিয়ে বৈধভাবে চাকরি করবে তবে, নইলে বিপদে পড়তে হবে
৪ চাকরির চুক্তিপত্র যাচাই
দূতাবাস

ডাক্তার
৫ স্বাস্থ্য পরীক্ষা
বৈদেশে যাইতে স্বাস্থ্য পরীক্ষায় পাশ হওয়া জরুরি
সাজানো রিপোর্ট দিতে পারে দালাল, তাই নিজেই যাচাই করি

হাতে পাওয়া ভিসা সত্য নাকি ভুল
নিজেই যান ডেমো অফিস বা
বিএমইটি,
পাবেন তথ্য নির্ভুল
ডেমো অফিস
৬
ভিসা যাচাই

ডিজিটাল যুগে স্মার্ট হতে হবে
নিজ দায়িত্বে স্মার্ট কার্ড বুঝে নিলে
বিদেশে যাওয়া ঝুঁকিহীন তবে
৭
স্মার্ট কার্ড সংগ্রহ
জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো

বিদেশে যাওয়ার আগে নিজ নামে আর পরিবারের সাথে দু'টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলে নিলে নিশ্চিন্তে টাকা পাঠানো যাবে
হুন্ডি যে ভাই অবৈধ, হুন্ডিতে টাকা পাঠাইলে জেল-জরিমানা হবে
ব্যাংক
৮ দুইটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট

বিএমইটি'র কথা বলেছি আগেই, ভাই মনে রাখা চাই ঐখানেতে ভর্তি হলে সরকারি নানা জরুরি তথ্য পাই
জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
বি এম ই টি
৯ বি এম ই টি প্রশিক্ষণ

ফটোকপি
১০
জরুরি কাগজপত্রের ফটোকপি
সকল কাগজপত্রের ফটোকপি করে
বাড়িতে এক কপি রেখে
নিজের সাথে আরেক কপি রাখবে
বিপদে -আপদে তবে কোনো
চিন্তা নাহি রবে

আহা বেশ বেশ বেশ!
১০টি বিষয় জানা শেষ
এমনি করে বিদেশে গেলে
অর্থ সুখ দুই আসবে
থাকবে না দুঃখের রেশ
আহা বেশ বেশ বেশ!

শেষ হয় যাত্রাপালা।
দাঁড়ান! পালা এখনো শেষ হয়নি। শেষ দৃশ্য এখনো বাকি আছে।
এমন সময় যাত্রার প্যান্ডেলে পুলিশ ঢোকে।

সুমি এবং ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার পুলিশের কাছে এগিয়ে যায়।

পুলিশ জিয়া ও কামালকে গ্রেপ্তার করে।

পুলিশের দল জিয়া ও কামালকে সাথে নিয়ে মঞ্চে ওঠে।

দর্শক সারির সবাই খুশিতে হাততালি দিয়ে ওঠে।

ঈদের দিন সুমি প্রতিবেশীদের নিজের বাড়িতে দাওয়াত দেয়।

প্রশ্নমালা

১. আসলাম ও মানিক বিদেশ যেতে গিয়ে বিপদে পড়লো কেন?

২. কাজের উদ্দেশ্যে বিদেশে যেতে হলে কোন ১০টি বিষয় মানতে হয়?

৩. বর্তমানে মানব পাচারের সর্বোচ্চ শাস্তি কী?

৪. মানব পাচার প্রতিরোধ কমিটি কী কী কাজ করে থাকে?

৫. মানব পাচার প্রতিরোধ কমিটি'র সাথে যোগাযোগের উপায় কী?

Bangladesh Counter Trafficking-In-Persons (BC/TIP) Program

এই পুস্তিকাটি আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে ইউএসএইড এর সহায়তার মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। এই প্রকাশনার বিষয়বস্তু সংক্রান্ত দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে উইনরক ইন্টারন্যাশনাল-এর এবং কোনভাবেই ইউএসএইড অথবা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি এখানে প্রতিফলিত হয়নি।

USAID
আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে

WINROCK INTERNATIONAL